দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 JAN 2015

বাংলা বানান : বিতর্ক বা বিভ্রান্তি

শ্যামলকান্তি দত্ত

১৬ নভেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রামে পরিবহন ধর্মঘট চলছিল। জনৈক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে ফোন করলেন 'পরিবহন' বানানে মূর্ধন্য-ণ হবে, নাকি দন্ত্য-ন হবে? আমি ঝটপট জবাব দিলাম: মূর্ধন্য-ণ হবে না, দন্ত্য-ন হবে। অবশ্য ওটা দন্ত্য-ন নয়, দন্তমূলীয়-ন। ও প্রান্ত থেকে পালটা জবাব এল জামিল চৌধুরী সম্পাদিত ও সংকলিত বাংলা একাডেমি বাংলা-বানান অভিধান গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণের তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ (২০১২)-এর ৪৮১ পৃষ্ঠায় 'পরিবহণ' বানানে মূর্ধন্য-ণ আছে। আমি কিছু সময় পর জানাচ্ছি বলে ফোন রেখে বইটির প্রথম সংস্করণ খুঁজে নিলাম। এটি ১৯৯৪ সনে প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৯২) অনুযায়ী প্রণীত। পকেট সংস্করণ বইটির ২৩০ পৃষ্ঠায় পেলাম—'পরিবহণ' বানানটি; কোথাও 'পরিবহন' বানান নেই। এবার নিলাম ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান বইটির পরিমার্জিত সংস্করণের সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ (২০১৪)। এতে ভুক্তিতে বা শীর্ষশব্দ হিসেবে 'পরিবহন, পরিবহণ' দুটি শব্দই আছে (পৃ.৭২৬)। এখানে দুই ধরনের বানান দেখে অনেকেরই ধারণা জন্মে দুটো বানানই ঠিক। যদিও এ সম্পর্কে বইটির মুখবন্ধ ও ব্যবহারবিধি অংশে সহযোগী সম্পাদক স্বরোচিষ্ সরকার লিখেছেন—'অভিধানের পরিমার্জিত সংস্করণে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম-কে অনুসরণ করা হয়েছে ... ভুক্তির শীর্ষশব্দ হিসেবে একই শব্দের জন্য একাধিক বানান থাকলে সেক্ষেত্রে প্রথম বানানটির বানান প্রমিত করা হয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী ভুক্তিটি বিন্যস্ত হয়েছে' (পৃ. ২২)। আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কোনটি ঠিক। দুটো বই-ই বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, দু'জন লেখকই বলছেন বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম-কে অনুসরণ করা হয়েছে। ভাবলাম কোনটি সর্বশেষ বা সাম্প্রতিক তা দেখা যাক। স্বরোচিষ সরকার পরিমার্জন করেছেন ১৯ ডিসেম্বর ২০০০, আর জামিল চৌধুরী ফেব্রুয়ারি ২০০৮। তাহলে তো 'পরিবহণ' বানানটি সঠিক!

আমি বন্ধুকে ফোনে জানালাম তাঁর দেখা বানানে (পরিবহণ) সমর্থনের কথা। কারণ হিসেবে তাঁকে আরো কিছু তথ্য স্মরণ করিয়ে দিই। ১৯৯৪ সনের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলা একাডেমি কর্তৃক যে পোস্টারটি প্রকাশ করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল মন্ত্রণালয় দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণ করতে প্রজ্ঞাপন জারি করেন। এ সবের মূল উদ্দেশ্য একটি অভিন্ন বানান পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা। সুতরাং প্রগতিশীল মন-মানসিকতা নিয়ে পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (১৯৯২) অনুযায়ী প্রণীত বাংলা বানান অভিধান গ্রন্থের বানান অনুসরণ করা উচিত।

এর পর গত ১৯ নভেম্বর পত্রিকার বানান দেখে আমি একে একে শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত সংসদ বাংলা অভিধান (তৃ.সং ১৯৭১), আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (প্র.প্র.১৯৯২), মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত বাংলা একাডেমি সহজ বাংলা অভিধান (প্র.প্র.১৯৯৫) দেখলাম। কোথাও মূর্ধন্য-ণ দিয়ে 'পরিবহণ' বানান খুঁজে পাইনি। এমনকি গত ১৭ নভেম্বরের পত্রিকাগুলোতে পরিবহন ধর্মঘটের সংবাদ ছিল, আমি সাত-আটটি দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলালাম কিন্তু এখানেও 'পরিবহন' বানানে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়নি। তাহলে একাডেমি বাংলা-বানান অভিধান গ্রন্থে 'পরিবহণ' বানান কেন? বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান গ্রন্থেই বা বিকল্প বানান এল কোত্থেকে? কারণ অনুসন্ধানে শরণাপন্ন হই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (প্র.প্র.১৯৩৯) গ্রন্থে পাই: 'প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারি উপসর্গের ও অন্তর শব্দের পরে-স্থিত নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নুদ্, অন্, হন্, এই কয়টি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়' (পৃ.৯৫)। অনুমান করা যায় এই নিয়মের সাদৃশ্যজনিত ভুল প্রয়োগ বর্তমান ভুলের কারণ। তবে এমন ভুল শুধু বিতর্ক বাড়িয়ে বিতর্কিত হয় না, বিভ্রান্তিও ছড়ায়। আমরা এই অবস্থার দ্রুত উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি—বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া (২০০৩) ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা (২০০৭) গ্রন্থগুলোর CD Edition ev E-book প্রকাশের দশ বছর পরও বাংলা একাডেমির এমন উদ্যোগের খবর নেই। অথচ বাংলা বানানের নিয়ম বা মূল বানান-অভিধান জাতীয় বইগুলো মূল বইয়ের শতকরা দশভাগ মূল্যে ই-বুক প্রকাশ করে সকলের সহজলভ্য করা যায়। বাংলা বানানের আপনা-আপনি সংশোধন (Auto Correction) জাতীয় সফ্টওয়্যার প্রণয়নে প্রকল্প গ্রহণও এখন সময়ের দাবি। সর্বোপরি স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও সময়োপযোগী ভাষা-পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রণীত ভাষানীতির অভাব বা এবিষয়ে সংশ্লিষ্টগণের ঔদাসীন্য ভাষা ব্যবহারকারী, ভাষাগবেষক, ভাষাপ্রেমী প্রত্যেকের কাছে পীড়াদায়ক।

চট্টগ্রাম